কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার

কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ব্যবসার ভমিকা

ব্যবসা হিসেবে কেন কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার?

কাদের জন্য ট্রেনিং?

কেমন হবে ট্রেনিং কোর্সের ধরণ?

আপনার ব্যবসার সম্ভাব্য স্থান কি কি হতে পারে?

প্রাথমিকভাবে কি কি প্রয়োজন ব্যবসা শুরু করতে?

কোথায় পাবেন এসব উপকরণ?

কিভাবে ব্যবসার প্রচার / বিপনন করবেন?

কেমন জনবল (Human Resource) প্রয়োজন?

কেমন হবে আপনার আয়-ব্যয়?

সম্ভব্য অর্থের উৎস কি কি হতে পারে?

ব্যবসা সম্প্রসারণ হিসেবে নতুন সেবা কি কি যুক্ত করতে পারেন?

পরামর্শ

কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ব্যবসায় সফলতার গল্প

ডকুমেন্ট কন্ট্রল	
ডকুমেন্ট নং.	SMENBI 001
প্রস্তুত	BIID
আপডেট তারিখ	১৬.০৪.২০১০

কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার

তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের সাথে সাথে আমাদের দেশে কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। কর্মক্ষেত্রে অথবা দৈনন্দিন প্রয়োজনে কম্পিউটারের সঠিক ব্যবহার শিখতে হলে ট্রেনিং এর প্রয়োজন হয়। এ কারণেই কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনা বর্তমানে একটি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক ব্যবসা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ব্যবসা হিসেবে কেন কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার?

প্রাথমিকভাবে একটি বা দুইটি কম্পিউটার নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসা আরম্ভ করতে পারেন। তুলনামূলকভাবে অল্প বিনিয়োগে স্থানীয় পর্যায়ে সেন্টার স্থাপন করা যায়। পরবর্তীতে প্রিন্ট, স্ক্যানিং, ফটোকপি, লেমিনেটিং, ইন্টারনেট ইত্যাদি সুবিধাগুলো যুক্ত করে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা যায়।

কাদের জন্য ট্রেনিং?

সমাজের সকল স্তরের ও সব বয়সের মানুষ ট্রেনিং এর জন্য আপনার সেন্টারে আসতে পারেন আপনার ট্রেনিং সেবা নিতে । বিশেষ করে

- স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী
- চাকুরীজীবি
- নতুন কম্পিউটার ব্যবহারকারী
- বেকার/চাকুরী প্রার্থী

কেমন হবে কোর্সের ধরণ?

প্রাথমিকভাবে কম্পিউটারের সাধারন ব্যবহার প্যাকেজ দিয়ে শুরু করতে পারেন। বিশেষ করে:

- মাইক্রোসফট অফিস
- ইন্টারনেট ব্রাউজিং
- কম্পিউটার গ্রাফিক্স
- ট্রাবল শুটিং

দুই বা তিন মাসের প্যাকেজ কোর্স অথবা কোর্সে কোন বিষয়ে কয়টি ক্লাস থাকবে এর উপর ভিত্তি করে আপনার ট্রেনিং ডিজাইন করতে পারেন। কিছু নমুনা কোর্সের ধারনা নিচে দেওয়া হল:

কোর্সের ধরণ	মেয়াদ	ফি	বিষয়বস্তু
প্যাকেজ	২/৩ মাস ২০-২৫টি ক্লাস	১৫০০-৩০০০	কম্পিউটার ব্যবহারের প্রাথমিক ধারণা, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, মাইক্রোসফট অফিস, গ্রাফিক্স, ট্রাবলশুটিং ।
শর্ট কোর্স	১/২ মাস ১২-১৫টি ক্লাস	১০০০-২০০০	কম্পিউটার ব্যবহারের প্রাথমিক ধারণা, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, মাইক্রোসফট অফিস ।
প্রাথমিক ধারণা	১ মাস ১০টি ক্লাস	৫০০-১০০০	কম্পিউটার সম্পর্কে ধারনা প্রদান, ব্যবহারের প্রাথমিক ধারণা, নতুন বিভিন্ন ধরনের ফাইল খোলা ও ব্যবহার, সফটওয়্যার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, ইন্টারনেট ব্যবহার ।

আপনার ব্যবসার সম্ভাব্য স্থান কি কি হতে পারে?

আপনার প্রতিষ্ঠানটি কোথায় স্থাপন করা হবে সে স্থান নির্ধারণ করা জরুরী । যেসব স্থানে লোকসমাগম বেশি হয় । যেমন:

* স্কুল-কলেজের আশেপাশে
* শহরের অফিস পাড়া
* বড় বাজার, বাণিজ্যিক এলাকা
* প্রেসক্লাব বা বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে ।

আপনার গ্রাম বা এলাকার পরিচিত ব্যক্তিরা সহজে যাতায়াত করতে পারেন এমন স্থান নির্বাচন করা ভাল ।

প্রাথমিকভাবে কি কি প্রয়োজন ব্যবসা শুরু করতে?

১. কম্পিউটার
২. কম্পিউটারের টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি আসবাবপত্র
৩. ইউ.পি.এস
৪. প্রিন্টার
৫. ষ্টেশনারী
৬. ট্রেনিং সহায়িকা

কোথায় পাবেন এসব উপকরণ?

- নিকটস্থ যেকোন শহর এর কম্পিউটার ও এক্সেসরিস এর দোকানে প্রয়োজনীয় সব উপকরণ পাবেন। যেমন: ঢাকার আইডিবি (IDB) অথবা এলিফ্যান্ট রোড (Elephant Road).

- কম্পিউটার কেনার পূর্বে বর্তমানে বাজারে কি ধরনের প্রযুক্তি প্রচলিত আছে এ ব্যাপারে কোন নিয়মিত কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

- নিয়মিত দৈনিক পত্রিকা দেখলেও এসব জিনিসের দামদর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

উন্নত ট্রেনিং সেবা দেবার জন্য উন্নতমানের ট্রেনিং সহায়িকা ও বইপত্র সংগ্রহ করা খুবই জরুরী। আপনার কোর্সের ধরণ অনুযায়ী ট্রেনিং সহায়িকা তৈরি করুন। নিকটস্থ জেলা বা শহরের বইয়ের দোকানে কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার, হার্ডওয়্যার ইত্যাদির উপর বই পাবেন। ভালো বই সংগ্রহ করে তার উপর ভিত্তি করে আপনার পছন্দ মাফিক ট্রেনিং সহায়িকা তৈরি করে নিতে পারেন। একটি বিশেষ কোর্সে কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে তার উপর বিষদ আলোচনা করে সহায়িকা বা মডিউল সাজাতে হবে।

কিভাবে ব্যবসার প্রচার / বিপনন করবেন?

বিপননের জন্য

- স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন,
- সাইনবোর্ড,
- হাতে লেখা পোষ্টার, ব্যানার, লিফলেট ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।
- সরাসরি বিপনন (Direct Marketing)/মানুষ পরস্পর কথা বলা (Word of Mouth)

স্থানীয় ডিশ ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করে ক্যাবল চ্যানেলে কম খরচে বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। এছাড়া স্কুল-কলেজ, বিভিন্নি ক্লাব, এনজিও অফিস ইত্যাদিতে গিয়ে নিজে প্রচার চালাতে পারেন।

কেমন জনবল (Human Resource) প্রয়োজন?

আপনার কম্পিউটার ট্রেনিং করা থাকলে নিজেই প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। প্রাথমিক ভাবে দুইটি কম্পিউটার দিয়ে ব্যবসা শুরু করলে দুইজন প্রশিক্ষক বা ট্রেইনার এর প্রয়োজন হবে। এখানে একটি বিষয়

গুরুত্বপূর্ণ যে, লোক নিয়োগের আগে তাদের পর্যাপ্ত ট্রেনিং করা আছে কি না তা নিশ্চিত হোন।

কেমন হবে আপনার আয়-ব্যয়?

১. *প্রাথমিক খরচ:*

উপকরণ	পরিমাণ	এককমূল্য	মোট
কম্পিউটার	২	২৫,০০০-৪০,০০০	৫০,০০০-৮০,০০০
ইউ.পি.এস	২	৩,০০০	৬,০০০
প্রিন্টার	১	৩,৫০০	৩,৫০০
আসবাবপত্র	স্থান নিভর	স্থান নিভর	স্থান নিভর

২. *পরিচালনা ব্যয়:*

- অফিস ভাড়া: আপনার প্রতিষ্ঠান কোথায় অবস্থিত তার উপর ভিত্তি করে মাসিক ভাড়া নির্ধারিত হবে।
- প্রশিক্ষকের বেতন
- বিদ্যুৎ বিল
- অন্যান্য ষ্টেশনারী

৩. *প্রত্যাশিত আয়:*

প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র ২টি কম্পিউটার নিয়ে ব্যবসা সঠিকভাবে পরিচালনা করলে পরিচালনা ব্যয় বাদে মাসিক ৫০০০-১০০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

সম্ভব্য অর্থের উৎস কি কি হতে পারে?

নিজস্ব মুলধন ছাড়াও ব্যবসা শুরু ও পরবর্তীতে সম্প্রসারণের জন্য সরকারী/বেসরকারী ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো থেকে ঋণ নিতে পারেন।

ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য এই লিংক ব্যবহার করুন। অনুসন্ধানের জন্য লিংক **ক্লিক** *করুন।*

ব্যবসা সম্প্রসারণ হিসেবে নতুন সেবা কি কি যুক্ত করতে পারেন?

আপনার প্রতিষ্ঠান জনপ্রিয়তা পেলে পরবর্তীতে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও নতুন সেবা যুক্ত করতে পারেন। কম্পিউটার ট্রেনিং এর পাশাপাশি ষ্টুডিও সার্ভিস, ফটোকপি, প্রিন্ট,

ইন্টারনেট, লেমিনেটিং ইত্যাদি সেবা অর্ন্তভূক্ত করা যায়। সম্প্রসারণের জন্য ধাপে ধাপে যেসব উপকরণ লাগবে-

১. কম্পিউটার	৫. লেজার প্রিন্টার
২. ফটোকপি মেশিন	৬. ডিজিটাল ষ্টুডিও
৩. স্ক্যানার	৭. ইন্টারনেট মডেম ও কানেকশন
৪. লেমিনেটিং মেশিন	৮. মোবাইল ফোন

যেকোন জেলা শহরে এসব উপকরণ পাওয়া যাবে। ব্যবসা এ পর্যায়ে সম্প্রসারিত হলে সকল পরিচালনা ব্যয় বাদে মাসে ২০,০০০-৩০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

পরামর্শ:

ব্যবসা উন্নতির জন্য কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন:

- ***ট্রেনিং এর মান:*** ভালো মানের ট্রেনিং, হাতে কলমে শিক্ষাদান এসব নিশ্চিত করলে আপনার সেন্টারের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে।

- ***নিয়মানুবর্তীতা ও সময়জ্ঞান:*** নির্ধারিত ট্রেনিং শিডিউল মেনে চলা। প্রতিটি ক্লাস যত সময় ধরে হবার কথা ঠিক তত সময় শিক্ষার্থীদের জন্য নিশ্চিত করা ইত্যাদির মাধ্যমে আপনার ব্যবসায়িক উন্নতি নিশ্চিত হবে।

- ***জনসংযোগ:*** আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে যত বেশী মানুষ চিনবে এবং আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যত বেশী মানুষ জানবে ততো দ্রুত ব্যবসায়ে আপনার উন্নতি ঘটবে। আপনার ও আপনার প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি সম্প্রসারণের চেষ্টা করবেন।

কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ব্যবসায় সফলতার গল্প

সোহেল রানা একজন সফল কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ব্যবসায়ী। তিনি ও তার ছোট ভাই মিলে ২০০৬ সালে ২টি কম্পিউটার ও ১টি প্রিন্টার নিয়ে তার ব্যবসা শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে ব্যবসা স্থাপনে তার ৯০,০০০ টাকা খরচ হয় এবং মাস খানেক পর থেকে তার মাসিক আয় হত ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকা। এক বছর পর তিনি জনতা ব্যাংক থেকে ১০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। বর্তমানে সবধরনের পরিচালনা ব্যয় বাদে তার মাসিক আয় ২০,০০০ টাকা।